দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JUN 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

আলিয়া মাদ্রাসায় নকলের মহোৎসব

পরীক্ষার্থীরা জুতা আন্ডারওয়্যার ও মোজার মধ্যে লুকিয়ে রাখছে নকল ।।

শিক্ষকরা করছে সহযোগিতা

মামুন-অর-রশীদ : ঢা শাইন ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা। ৩৬ নম্বর কক্ষে পরীক্ষা চলছে। এই রুমে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৮। এদের মধ্যে নকল পাওয়া গেছে ৫৫ জনের কাছে। তারা নকলসহ আত্মসমর্পণ করেছে পরিদর্শকদের কাছে। পরীক্ষার্থীদের জুতা, আন্ডারওয়্যার, মোজা, টুপি, পকেট ও কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে নকল বের করতে দেখা

(শেষ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

পরীক্ষার্থীরা জুতা

(প্রথম পাতার পর)

যায়। এ সময় ঢাকার কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার ছিল কামেল পঞ্চম পর্বের হাদিস, আদব, ফিক্হ ও তাফসীরের পরীক্ষা। গ্রামবাংলার মানুষ যে আরবী হরফ দেখলে চুমো খেয়ে পানিতে ফেলে দেয় সেই বর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী কামেলের ছাত্ররা জুতার মধ্যে ধারণ করে নকল করেছে। সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গতকাল আকস্মিকভাবে ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। ১৪টি কক্ষের মধ্যে তিনটি রুমে গিয়ে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই পরিদর্শকরা যার যার কাছে নকল আছে তা ফেরত দেবার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনটি কক্ষের পরীক্ষার্থীরা এক বস্তা নকল ফেরত দেন। এই তিন রুমের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা হিসাবে দেখা যায় মাত্র তিনজন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল ছিল না। বাকি ৯৭ জনই নকল ফেরত দিয়েছে।

আলিয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা হল পরিদর্শকদের সামনেই বই খুলে লিখছে। ছাত্রীরাও শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে নকল বের করে দেয়। বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখা যায়নি। খোদ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সংলগ্ন এই পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের মহোৎসব দেখে অন্যান্য কেন্দ্রের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

পরিদর্শক দলের সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিক প্রথমে যান যাত্রাবাড়ীর মিরহাজিরবাগের তা'মীরুল মিল্লাত পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, 'আরে ভাই, এখানে নকল সাপ্লাই দেয়ার দরকার নেই, হলের ভিতরে পর্যাপ্ত নকল পৌঁছে যায় এবং নির্বিঘ্নে তা খাতায় লেখাও যায়।' পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরই পরিদর্শক দল কেন্দ্রের ভিতরে ঢোকেন। এ সময় দেখা যায়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে হলরুম থেকে ছাত্ররা আবাসিক রুমে ছোটাছুটি করছে। এই কেন্দ্রে হল রুমও আবাসিক রুমের দূরত্ব মাত্র দশ হাত। পরিদর্শক দল থাকাকালীন সময়ে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের কলম চলেছে না চলার মতোই। সাড়ে দশটার দিকে তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মোঃ জয়নাল আবেদীন লুঙ্গি পরেই হলে ঢোকেন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে ঢোকেন বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক নিজামী ও কাঁটাবন মসজিদের ইমাম শহীদুল ইসলাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বোর্ডের কোন রকম অনুমতি ছাড়াই প্রিন্সিপালের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তাঁরা হল পরিদর্শন করেন বলে জানা যায়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা পরে আসেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। বোর্ডের নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের থাকার কথা ছিল।

বেলা বারোটায় সাংবাদিক দল পরিদর্শকদের সঙ্গে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে যান। এই কেন্দ্রে ১৪টি রুমে মোট ৪৯৪ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হচ্ছে ৩৫২ জন। এই কেন্দ্রের ২১ নম্বর কক্ষটিতে ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছিল। এই রুমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকের সামনে একজন ছাত্রীকে বই দেখে লিখতে দেখা যায়। এই রুমেই অপর এক ছাত্রীর জুতার ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় কোরানের আয়াত ও কয়েকটি হাদিসের বই থেকে কাটা অংশ। এর পর যাওয়া হয় ৪১ নম্বর কক্ষে। এখানে ২৪ জন ছাত্রের মধ্যে পরিদর্শকের নির্দেশে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ২১ জন নকলসহ আত্মসমর্পণ করে। ৩২ নম্বর কক্ষে ৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৯ জন এবং ৩৬ নম্বর কক্ষে ৫৮ জনের মধ্যে ৫৫ জন পরীক্ষার্থী নকলসহ আত্মসমর্পণ করে। ৩৬ নম্বর কক্ষে জামায়াতে ইসলামীর একটি আঞ্চলিক পত্রিকা সাপ্তাহিক খোঁজ-খবরের কার্ডধারী সাংবাদিক মোস্তফা সুজন নকল ভর্তি একটি প্যাকেট বের করে দেয়। পরীক্ষার্থীর কাছে বেশিরভাগ ছিল বইয়ের কাটা অংশ, ছোট করে ফটোকপি করা অংশ এবং আল-বারাকা গাইড সিরিজের আল-ইফতান বইটি। এই বই পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ৩০ কপি। এই কেন্দ্রের হল সুপার সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'আমরা তল্লাসি চালিয়ে পরীক্ষার্থীদের হলে ঢোকাই, তারপর হলে নকল কিভাবে আসে আল্লাহই জানেন!' তিনি বলেন, 'আমাদের ডিসিপ্লিন কমিটি খুব শক্তিশালী। এখানে নকল করার কোন সুযোগ নেই। উল্লিখিত কেন্দ্র দু'টিতে বহিষ্কারের ঘটনা নামমাত্র।' নকলের মহোৎসবের পরেও ঢাকা আলিয়ায় গত ক'দিনে মাত্র পাঁচ জন বহিষ্কৃত হয়েছে।

সবশেষে সাংবাদিক ও পরিদর্শক দল যায় মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের এক, দুই ও তিন নম্বর হলে মোট ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে নকলসহ আত্মসমর্পণ করে ৬১ জন। বাকি সাত জনের কাছে কোন নকল পাওয়া যায়নি। এই কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহাম্মদপুর থানা ম্যাজিস্ট্রেট আবু মমতাজ সাদউদ্দিন নিয়মিত নির্ধারিত সময় থাকেন বলে হল সুপার জানান। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, তিনি গত দু'দিনে তেরো জনকে বহিষ্কার করেছেন। এ কারণে তাঁকে জীবননাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট আরও জানালেন, 'মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছাত্রদের নকলে খুবই সহযোগিতা করছে, তাদেরকে ধমক দিলে পরদিন ঐ মাদ্রাসা থেকে ডিউটিতে কাউকে দেয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। তাছাড়া যে বিষয়ের পরীক্ষা ঐ বিষয়ের শিক্ষকরাই দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বলে আমার মনে হয়েছে; এতে নকলে ছাত্ররা আরও বেশিমাত্রায় সহযোগিতা পায়।'

সবশেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলারের সঙ্গে। কেন এত নকল পাওয়া গেল প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনারা বোধহয় আগে খবর দেননি, আগে খবর দিয়ে এলে ওরা নকল লুকিয়ে ফেলতে পারত'।